দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 JAN 1989

পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

006

প্রাইভেট টিউটররা বোর্ডের পরীক্ষক হতে পারবেন না

(জালালউদ্দীন আহমেদ)

মানিকগঞ্জ, ৪ঠা জানুয়ারী।— এখন থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে সকল শিক্ষকের ছেলেমেয়ে বা নিকট আত্মীয় পরীক্ষায় অংশ নেবে সে বছর সংশিলষ্ট শিক্ষক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, ইনভিজিলেটর এমনকি পরীক্ষার পরিচালনার কোন কাজ করতে পারবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এক সার্কুলারে এই আদেশ জারী করেছেন। ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তের ঘোষণাপত্র চারটি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও বোর্ডের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কলেজের অধ্যক্ষ ও স্কুল সমূহের প্রধান শিক্ষকদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যায়ের অন্য যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন তা

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাইভেট টিউটর

(প্রথম পৃঃ পর)

হলো, কোন শিক্ষক যদি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য গৃহশিক্ষকতা করেন তবে তিনি সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষার পরিদর্শক (ইনভিজিলেটর) ও পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

তবে এই আদেশের সার্কুলার সম্প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছার পর, এ বিষয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। সরকারী কলেজ ও স্কুলের কয়েকজন দায়িত্বশীল শিক্ষক জানান যে দেশের ৯৫ ভাগ শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনের সঙ্গে জড়িত সে দেশের, পরীক্ষার সঙ্গে সংশিলষ্ট শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনী করলে তা ধরা যাবে কিভাবে? কোন কোন শিক্ষক এর আওতায় পড়েন এ ব্যাপারেও স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা বা ধরার কায়দা নেই। কোন প্রামাণ্য কাগজপত্র নেই। তিনি যদি টিউশনী করেও পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যান তাহলে তার বৈধতা অবৈধতা চিহ্নিত করা যাবে না। প্রাইভেট টিউশনীর সংজ্ঞা কি? এক্ষেত্রে কোচিং ক্লাস কি প্রাইভেট টিউশনীর বাইরে যাবে। কেননা সেখানেও ছেলে-মেয়েরা কলেজ বা স্কুল ফির

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রাইভেট টিউটর

(৮-এর পৃঃ পর)

অতিরিক্ত টাকা দিয়ে গ্রুপ করে পড়ে থাকে। যারা প্রাইভেট টিউশনী করেন তাঁরা অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসবে খ্যাতিমান। তাঁরা কি সামান্য টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা পরিচালনার স্বার্থে টিউশনীর লক্ষ বৃহত্তর অংকের অর্থ সুবিধা ত্যাগ করবেন। যদি না করেন, তাহলে এবার খাতা দেখা এবং পরীক্ষক পরিচালনায় বিলম্ব এবং নানা প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে বলেও অভিজ্ঞ মহলের ধরণা।

অধ্যাপক ও শিক্ষকদের আরো অভিমত এই আদেশটি কার্যকর হওয়ার ফলে পরীক্ষক, প্রশ্নকর্তা ও পরিদর্শকের সংকট দেখা দিবে। কারণ টিউশনী বাদ দিয়ে কোন শিক্ষকই পরীক্ষা পরিচালনা ব্যাপারে আগ্রহী নন। বিশেষ করে ইংরেজী, অংক, হিসাবরক্ষণ (একাউনটেন্সী) ও বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা টিউশনী করেন। আবার তাঁরাই প্রশ্নপত্রও তৈরি করেন। ইতিমধ্যেই অনেক শিক্ষক এই সার্কুলারে অজুহাতে পরীক্ষার যাবতীয় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার চিন্তাভাবনা করছেন।